তারিখ 15 DEC 2002
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

যুগান্তর

গতকাল চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান -যুগান্তর

চট্টগ্রামে ছাত্রদলের সম্মেলনে হাতাহাতি : খুলনায় হৈচৈ

যুগান্তর রিপোর্ট

বিশৃংখলা ও হাতাহাতির মধ্য দিয়ে গতকাল চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে বিবদমান দুই গ্রুপের হৈচৈ, বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধের মধ্য দিয়ে গতকাল খুলনা জেলা ও মহানগর ছাত্রদলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ পাবনা জেলা ছাত্রদলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

চট্টগ্রাম : বিকাল ৪টায় কাজীর দেউড়ীতে নগর বিএনপি অফিসের সামনে সড়কের ওপর তৈরি করা মঞ্চে মহানগর ছাত্রদলের সম্মেলন : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৭

সম্মেলন : ছাত্রদলের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সম্মেলন শুরু হয়। নগর ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোশাররফ হোসেন দীপ্তি, সদস্য সচিব ইয়াসিন চৌধুরী লিটন, ছাত্রদল নেতা হেলাল ও টিংকু দাশের সমর্থকরা তাদের নেতার নামে মঞ্চের সামনে অব্যাহত স্লোগান দেয়ায় সম্মেলনে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে বেলা ৫টায় মঞ্চটি ভেঙে যায়। তবে এতে কেউ হতাহত হননি। সম্মেলনে কাউন্সিলরদের ভোটে মোশাররফ হোসেন দীপ্তি মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি ও আহমদ হোসেন রাসেল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান। ইলিয়াস আলী এমপি প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন চলাকালে কাজীর দেউড়ী সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রধান অতিথি বেলুন উড়িয়ে সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

নগর ছাত্রদলের সম্মেলনে তেমন জৌলুস ছিল না। মঞ্চে আসন গ্রহণ, বক্তৃতা রাখা থেকে শুরু করে প্রতিটি স্তরে ছিল অব্যবস্থাপনা। দীর্ঘ নয় বছর পর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও কোন্দলের কারণে উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিতি কম ছিল বলে একাধিক ছাত্রদল নেতা জানান। নেতাকর্মীদের ভিড়ের কারণে বেলা ৫টায় মঞ্চ ভেঙে যায়। তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা পর্বের বাকিটুকু শেষ করা হয়। নতুন কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজবে সম্মেলনে আগত নেতাকর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় বিশৃংখলা দেখা দেয়।

দীপ্তি সভাপতি রাসেল সাধারণ সম্পাদক

কাউন্সিলরদের সরাসরি ভোটে চট্টগ্রাম মহানগরী ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়েছে। শনিবার রাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মোশাররফ হোসেন দীপ্তি সভাপতি এবং আহমদ হোসেন রাসেল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতা মনির হোসেনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৮১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির বাকি কর্মকর্তা ও সদস্যদের নাম পরে ছাত্রত্ব যাচাই-বাছাই করে ঘোষণা করা হবে বলে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী এবং মনির হোসেন যুগান্তরকে জানান।

খুলনা : কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গতকাল খুলনা জেলা ও মহানগর ছাত্রদলের সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। এতে বিবদমান দু'টি গ্রুপের হৈচৈ, বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধের ঘটনা ঘটেছে। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কমিটি গঠিত হয়নি।

সম্মেলন উপলক্ষে ডিয়া হলে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও আর্মড পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সম্মেলনস্থলে ঢোকার আগে পুলিশ মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে প্রত্যেকের দেহ তল্লাশি করে। কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ দেরিতে আসার কারণে সকাল ১০টার নির্ধারিত সম্মেলন শুরু হয় দুপুর সোয়া ২টায়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক সাহাবুদ্দিন লাল্টু। প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ্যাডভোকেট শেখ তৈয়েবুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর বিএনপি সভাপতি এম নূরুল ইসলাম এমপি, সংসদ সদস্য আলী আসগার লবী, বিএনপি'র কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মাজেদুল ইসলাম, মহানগর সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম মঞ্জু, জেলা সদস্য সচিব শফিকুল আলম মনা ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন মহানগর ছাত্রদলের বিদায়ী সভাপতি আরিফুজ্জামান অপু। বক্তব্য রাখেন খুলনার সাবেক পৌর চেয়ারম্যান গাজী শহীদুল্লাহ, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু, শেখ সালাউদ্দিন টুকু, হারুনুর রশীদ, জাহিদুল কবির, জেলা ছাত্রদল সভাপতি মনিরুজ্জামান মন্টু। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদল নেতা আসাদুজ্জামান মুরাদ, আতিকুর রহমান তিতাস, চৌধুরী শফিকুল ইসলাম হেলেন, নাজমুল হুদা সাগর, আবু হোসেন বাবু প্রমুখ।

আরিফুজ্জামান অপু সভাপতির বক্তব্য দেয়ার সময় মেয়র গ্রুপের অনুসারী ছাত্রদল নেতাকর্মীরা প্রতিপক্ষ গ্রুপের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, হত্যা, বিবাহিত ও অছাত্রত্বের অভিযোগ এনে স্লোগান দিতে থাকে। এক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ডিয়া হলের পরিবর্তে সার্কিট হাউসে কাউন্সিল অধিবেশন করার ঘোষণা দেন। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক সাহাবুদ্দিন লাল্টু গাড়িতে সার্কিট হাউসের উদ্দেশে রওনা হলে মেয়র গ্রুপের অনুসারী ছাত্রদল নেতাকর্মীরা তার গাড়ির সামনে শুয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা মিছিলসহ ডিয়া হল থেকে সার্কিট হাউসে যায়। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়নি।

পাবনা : নানা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আজ রোববার পাবনা জেলা ছাত্রদলের সম্মেলন পাবনায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রোববার এই সম্মেলন ঢাকার নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জেলা ছাত্রদল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এর আগে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মোসাব্বির হোসেন সঞ্জুর নেতৃত্বাধীন অংশ সম্মেলন পাবনায় সম্পন্ন করতে বকুল কমিউনিটি সেন্টারে ভেন্যু ঠিক করে ১৪ ডিসেম্বর তারিখ ধার্য করে মাইকিং করে এবং পোস্টার-লিফলেট ছাড়ে। কিন্তু একইদিন জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুন্নবী স্বপন, সহসভাপতি সাইফুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বাধীন অংশ নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় অফিসে সম্মেলনের আয়োজন করেন। বিষয়টি নিয়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা চরম পর্যায়ে পৌঁছলে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল ও জেলা বিএনপি নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে আজ পাবনার বকুল কমিউনিটি সেন্টারে সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত হয়।